শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

তৎ ত্বম্ অসি

তুমি হও আমি

ডঃ বিনয় কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

সদেশ

১০১/সি, বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০৬

কথারম্ভ

গীতা গঙ্গাচ গায়ত্রী গোবিন্দোত হৃদিস্মৃতে
চতুগশার সংযুক্ত পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ।।

যাঁদের হৃদয়ে 'গ' এই আদ্যক্ষর দিয়ে গঠিত চারটি শব্দ - গীতা, গঙ্গা, গায়ত্রী এবং গোবিন্দ — হৃদয়ে সর্বদা স্ম স্থানলাভ করে থাকে তাঁর আর পুনর্জন্ম হয়না। এই কথাগুলি আমাদের প্রাচীন আপ্তবাক্য। তার মধ্যে প্রথম স্থান পেয়েছেন গীতা। আমি যখন সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি তখন আমার পরম পূজনীয় পিতৃদেব প্রয়াত ডঃ বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় আমার হাতে একটি গীতা দেন। নির্দেশ দেন, আমি যেন ঐ গীতা থেকে প্রতিদিন স্নানান্তে একটি করে অধ্যায় পাঠ করি। সংস্কৃত ভাষাতে আমার অনুপপত্তির কথা তিনি জানতেন। তাই আরও বললেন, "যে আমি জানি তুমি সংস্কৃত ভাষা জানো না' কিন্তু গীতামাতার এমনই কৃপা যে তিনি নিজেই তার কথার অর্থ তোমাকে জানিয়ে দেবেন।" আজ দীর্ঘ ষাট বছর ধরে আমি পিতৃআজ্ঞা পালন করে চলেছি। গীতার বহুবিধ সম্পাদনাও পাঠ করেছি, তার থেকে আমি যা জেনেছি বা বুঝেছি তা এই নিবন্ধগুলিতে বিধৃত আছে। আমার অজ্ঞতা সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। তাই বহু মনীষীদের বক্তব্যের সাহায্য আমাকে নিতে হয়েছে। এই কাজ আমি করেছি আমার চিন্তাতে ঐ গীতাপাঠকদের কাছে একে সহজবোধ্য করার জন্য। ঋণ স্বীকারের তালিকা করতে গেলে তাও হয়তো একটি অধ্যায় হয়ে যাবে। তবুও গ্রন্থশেষে তাঁদের কিছু কিছু উল্লেখ করেছি।

আমার দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতাবশতঃ আমাকে পাঠক এবং শ্রুতিলেখকের সাহায্য সবসময়ই গ্রহণ করতে হয়। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। মৌ অধিকারী, সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, শাশ্বতী মল্লিক এব্যাপারে আমাকে অকৃপণ সাহায্য করেছেন। বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে আমার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান নির্ম্মাল্য মুখোপাধ্যায় ও প্রকাশকের প্রচেষ্টা অবশ্যই স্মরণীয়। তারা সকলেই শ্রীগোবিন্দের আশীর্বাদে শান্তময় জীবন লাভ করুক গীতামাতার শ্রীচরণে এই প্রার্থনা করি। ইতি

শ্রী বিনয় কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

শুভ জন্মাষ্টমী ১৪১৭
আনুড়, হুগলী
দূরভাষ - ০৩২১১-২৪৪২২৩

প্রথম অধ্যায়

ত্বম্ (জীব)

মহামুনিন্দ্রায় শ্রীশ্রীধনঞ্জায়দাসায় শ্রী গুরবে নমঃ —

গীতার সূচনা ঃ

মহাকবি শেলী তাঁর 'To A Skylark' কবিতার এক স্থানে লিখেছেন —

"We look before and after
And Pine for what is nought
Our sincerest laughter with some pain is frought
Our sweetest songs are those
That tell of saddest thought."

আমাদের কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এর অনুবাদ করে বলেছেন —

"আগে পিছে চাহি চারিভিতে,
কামনা - কোথাও যাহা নাই ;
আমাদের প্রাণের হাসিতে
মিশে আছে বেদনা সদাই ;
সব চেয়ে সুমধুর গান — সব চেয়ে দুঃখের কথাই।"

অর্থাৎ মানুষের মহৎ সৃষ্টি বেদনা থেকেও উৎসারিত হয়েছে। বস্তুতঃ আমরা যখন জন্মগ্রহণ করি তখন সেই জন্মগ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু জননীর উধর যন্ত্রনা থেকে। কঠিন পৃথিবী স্পর্শ করে শিশু - আমি আমার আসার কথা জানিয়ে দিই কান্নার মধ্য দিয়ে। আবার নানা যন্ত্রনায় দগ্ধ হয়ে যখন পৃথিবী ছেড়ে চলে যাই তখনও কাঁদিয়ে যাই আমাদের আত্মীয়, বন্ধু - বান্ধব সকলকে। তাহলে দেখা যাচ্ছে জীবন - যন্ত্রনা দিয়ে আমাদের পথ চলার শুরু, আর মরণ যন্ত্রনার মধ্য দিয়ে তার অবসান।

ঠিক একই সূত্র ধরে আমাদের দেশে মহাকাব্য দুটি — রামায়ণ ও মহাভারত রচিত হয়েছে। ক্রৌঞ্চ - মিথুনের কান্না দিয়ে শুরু এবং ধরনীর কন্যা সীতার ক্রন্দনের মধ্য দিয়ে ভূতল প্রবেশে এর পরিসমাপ্তি। কাব্যটি পড়লে মনে হবে যেন অশ্রুর ফল্গুধারা এর ছত্রে ছত্রে বয়ে চলেছে। তেমনি, মহাভারতের মহাকাব্যও অশ্রুসিক্ত মানবজীবনের এক করুণ কাহিনী। আমরা জানি, মহারাজ শান্তনুর পুত্র চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্যের অকালমৃত্যুতে কৌরববংশ রক্ষা করার জন্য ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনে প্রয়োজন হয়েছে। পরিবারের বা রাজ্যের প্রয়োজনে এই